

আল-ফুরকান | Al-Furqan | الْفُرْقَان

আয়াতঃ ২৫ : ৩৮

আরবি মূল আয়াত:

﴿٣٨﴾ وَ عَادًا وَ ثَمُودًا وَ أَصْحَابَ الرَّسِّ وَ قُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا

A ॥ অনুবাদসমূহ:

আর ধ্বংস ‘আদ, সামুদ, ‘রাস’ এর অধিবাসী এবং তাদের মধ্যবর্তী কালের বহু প্রজন্মের উপরও। — আল-বায়ান

সে রকমই আমি ধ্বংস করেছি ‘আদ, সামুদ, কৃপবাসী আর তাদের মধ্যবর্তী বহু বহু বংশধরকে। — তাইসিরাল

আমি ধ্বংস করেছিলাম ‘আদ, ছামুদ, রাস্ এবং তাদের অন্তর্বর্তী কালের বহু সম্প্রদায়কেও। — মুজিবুর রহমান

And [We destroyed] 'Aad and Thamud and the companions of the well and many generations between them. — Sahih International

৩৮. আর আমরা ধ্বংস করেছিলাম ‘আদ, সামুদ, রাস’(১) এর অধিবাসীকে এবং তাদের অন্তর্বর্তীকালের বহু প্রজন্মকেও।

(১) অভিধানে (أَصْحَابَ الرَّسِّ) শব্দের অর্থ কাঁচা কুপ। তারা ছিল সামুদ গোত্রের অবশিষ্ট জনসমষ্টি এবং তারা কোন একটি কুপের ধারে বাস করত। [দেখুন: আদওয়াউল বায়ান, বাগভী]

তাফসীরে জাকারিয়া

(৩৮) আমি আদ, সামুদ, রাসবাসী[১] এবং ওদের অন্তর্বর্তীকালের বহু সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করেছিলাম।[২]

[১] ‘রাসস্’ অর্থ কুয়া ‘আসহাবুর রাসস্’ অর্থাৎ, কুয়া-ওয়ালা। উক্ত জাতি সম্পর্কে মুফাসিরগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম ইবনে জারীর তাবারী বলেছেন, এর দ্বারা ‘আসহাবুল উখদুদ’কে বুঝানো হয়েছে; যার বর্ণনা সূরা বুরুঞ্জে এসেছে। (ইবনে কাসীর)

[২] ‘قرن’[২] এর সঠিক অর্থ সমসাময়িক কালের লোকদের একটি দল। যখন একটি জাতি শেষ হয়ে যায় ও অন্য এক জাতির সৃষ্টি হয়, তখন তাকেও ‘ক্রান্ন’ বলা হয়। (ইবনে কাসীর) এই অর্থে প্রত্যেক নবীর উম্মত এক একটি ‘ক্রান্ন’ হতে পারে। (বাংলায় প্রজন্ম, জাতি বা সম্প্রদায় বলা যায়।)

তাফসীরে আহসানুল বায়ান



৬ হাদিসবিড়ির প্রজেক্টে অনুদান দিন